NEHA MARDI

ANANDA MARGO PRIMARY SCHOOL

I
AM
NEHA MARDI

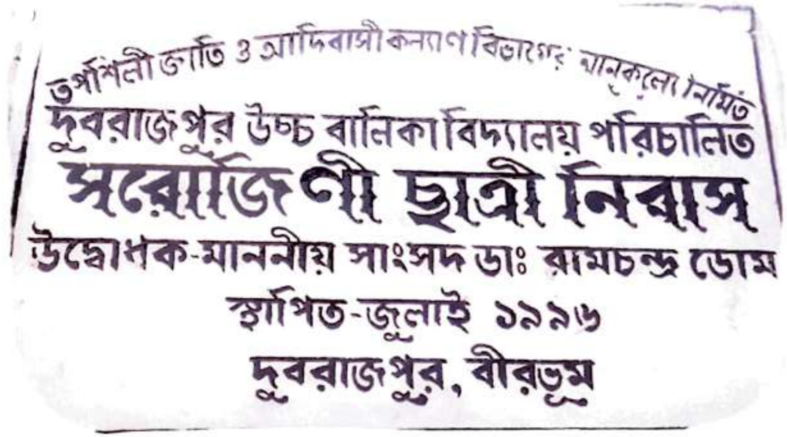

সরোজিণী ছাত্রী নিবাস

LAUJORI HIGH SCHOOL

DUBRAJPUR GIRL'S HIGH SCHOOL

ME ANE MY FAMILY

(আমি এবং আমার পরিবার)

My name is Neha Mardi. আমি 1 year-এ পড়ি Rajnagar Mahavidyalaya-Collage-এ। আমার বয়স 19 বছর।

আমার পড়াশোনা :— আমি পরিবারের বড়ো মেয়ে, তাই বাবা আমাকে ছোটো বেলা থেকেই খুবই যত্ন সহকারে পড়িয়েছেন। আমার সব ইচ্ছা পূরণ করতে চেয়েছেন তাই উনি আমাকে আমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার জন্য ছোটো বেলা থেকেই আমাকে নিজের কাছ থেকে একটু দূরে রেখেছিলেন, আমি ছোটো থেকে মামার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করেছি "ANANDA MARGO PRIMARY SCHOOL" থেকে, পরে পঞ্চম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছি "YUBRAJ PUR GIRL'S HIGH SCHOOL" থেকে 2020 সালে 349 নম্বর পেয়ে পাশ করেছি। দুর্ভাগ্য বশে আমি সায়েন্স পেলে ভালো লাগতাম, পরে H.S পরীক্ষা আমি "LAUJORE HIGH SCHOOL" থেকে দিয়েছি, পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর 442 অবশ্য আমি আর্টস নিয়ে পড়েছি। কলেজেও আমি PASS কোর্স নিয়েই পড়েছি এবং এখন বাড়ি থেকেই পড়াশোনা করবো। আমার প্রিয় বিষয় ইতিহাস,

Teacher's Signature ....

Rajnagan Shreeja India Senter

FOOTBALL

Praktie time in the play Ground

SHREEJA

I LOVE SHREEJA INDIA

MY VIDUSHEE STUDENT'S

পড়াশোনার পাশাপাশি আমার পছন্দ, ভালোলাগা - মন্দ লাগা, কিছু ইচ্ছা এবং আমার স্বপ্ন :— ছোটো বেলা থেকে আমি স্কুল জীবনে স্কুলের সাথে জড়িত ছিলাম এখন আমার স্কুল জীবন শেষ। সেই সব দিনের কথা মনে পড়লে খুবই খারাপ লাগে। কিন্তু আনন্দ আর শত চেষ্টা করেও ফিরে পাবো না, কিন্তু আমি আমি আমার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চাই, জানিনা তা কতটা সম্ভব। আমি এক বিশেষ পৃথিবীর সেরা সংস্থা "Shreeja India" - এর সাথে জড়িত। এটি রাজনগরে অবস্থিত সেখানে আমাদের পড়াশোনা, কম্পিউটার এবং বিভিন্ন ধরনের নানা শিক্ষা বিষয়ক কাজকর্ম শেখানো হয় তার পাশাপাশি আমাদের Football খেলাও শেখানো হয়। ওখানকার Sir - Maam রা খুবই ভালো আমাদের খুবই ভালোবাসেন আর আমাদের কোচ Sir আমাদের নিজের মেয়ের মতো করে শেখান ও ভালোবাসেন।

* পড়াশোনার পাশাপাশি আমি খেলা ধুলাও করতে পারি ও ভালোবাসি। তাছাড়া, নাচ-গান, আবৃত্তি, বক্তৃতা ও নাটক করতেও ভালোবাসি। এর পাশাপাশি আমি কিছু হাতের কাজ, যেমন - বাড়ি সাজানোর কিছু সামগ্রী বানানো, মাটির দেওয়ালে ছবি আঁকতেও খুব ভালোবাসি। তাছাড়া আমি বাড়িতে কোনো কোনো সময় রান্না করি তাই রান্না করতেও ভীষণ ভালোবাসি। এই সব ছাড়াও আমার কিছু বিশেষ দিনে বা আনন্দের সময় বা দুঃখের বিষয় কাউকে বলতে চাইলে সেই সব কথা গুলো একটা খাতার মধ্যে লিখে রাখা আমার খুব খুব খুবই ভালো লাগে। আমার প্রিয় ঋতু হল বর্ষাকাল ও শরৎ কাল। আর আমার প্রিয় রং হল লাল, হলুদ ও নীল।

Teacher's Signature ....

My All Friends ♡ :)

My Everytimes Friend

MY DIDI

আমার পছন্দের খাবার হল চকলেট, কেক, কুরকুরে, ফুচকা, ও বাড়ির রান্না খাবারের মধ্যে মিষ্টিপুরি, লুচি ও নানার রকমের সব পিঠে আর সবজি-তরকারির মধ্যে ডিম, আলুপোস্ত, আলু-সয়াবিন করলা ভাজা ও সব ধরনের চাটনি।

* এই সব গুলোর মধ্যে আমার প্রিয় সময় হল পরিবারের সবার সাথে কাটানো মুহূর্ত। এক সাথে বসে হাসি-চিডা কথা খুবই ভালো লাগে। আর চাচা-ভাই, দিদি-বোন সবার সাথে বসে লুডু খেলতে খুবই ভালো লাগে, বাচ্চা-দের সাথেও খেলতে খুব মজা ও ভালো লাগে মনে একটি অন্য ধরনের আনন্দ আসে। নতুন-নতুন বই ও গল্প বই পড়তে ভালোলাগে, বেড়াতে যেতে ভালোলাগে। বাবা-মা, গুরুজনদের সাথে কথা বলতে ও শিক্ষা গ্রহণ করতে আমার খুবই ভালোলাগে আর সবথেকে বেশি অনেক বেশি ভালো লাগে বন্ধুদের সাথে সময় কাটাতে এবং ঘুরতে যেতে।

* আমার কিছু মন্দ লাগাও আছে, যেমন আমি গ্রীষ্মকাল একদম পছন্দ করি না। রুটি খেতে আমার ভালো লাগে না। আর যারা আমার সাথে কথা বলে না বা খারাপ ব্যবহার করে আমি তাদের একটুও পছন্দ করি না। আর যারা মিথ্যাকথা বলে তাদের সাথে কথা বলতে আমার একটুও ভালো লাগে না। আমার [illegible] একদম ভালো লাগে না। আর আমার গণিত পড়তে একটুও ভালো লাগে না, জানি না ছোটোতে কীভাবে পড়ে গেলাম! ঝোল ঝোল একটু খাবার খেলে আমার খুবই কষ্ট হয়। আর আমার কিছু জিনিস খারাপ বা ভেঙে গেলে আমার খুবই কষ্ট হয়। আমার মনের কথা কাউকে বলে বোঝাতে না পারলে আমার ভীষণ ভীষণ কষ্ট হয়। পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে আমি আমার

কিছু আনন্দের মুহূর্ত

নিজের খেয়াল রাখতে পারি না শুধু দুই চোখ দিয়ে জল বেরোয় মনে হাজার প্রশ্ন, কথা, ব্যাথা থাকার সত্ত্বেও কাউকে কিছু বলতে পারি না, সবার শেষে বলি, আমি সিরিয়াল দেখতে খুবই ভালোবাসি ও ঘুমাতেও ভালোবাসি অনেকটাই।

* আমার বেশ কিছু ইচ্ছা ও স্বপ্ন আছে। আমি আমার পরিবারকে খুব খুব খুবই ভালোবাসি তাই আমার প্রথম স্বপ্ন আমি আমার পরিবার কে সব সময় সুখী, আনন্দে রাখতে চাই। আমার দ্বিতীয় স্বপ্ন হল আমি আমার পড়া শোনার পাশা-পাশি এক জন শিক্ষিত, পারদর্শী ও ভালো ছাত্রী ও এক বাবার ভালো মেয়ে হয়ে উঠতে চাই ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই এবং আমি আমার বাবার নাম উজ্জ্বল করতে চাই।

* আমি আমার প্রিয় জনদের নিজের থেকেও বেশি ভালোবাসি তাই আমি নিজের থেকে বেশি তাদের কথাই বেশি ভাবি। আমি চাই সবার মন ভালো রাখতে, সবাই কে খুশি ও আনন্দে রাখতে। আমার জন্য কোনো দিন কারোর কোনো খারাপ না হয়। ছোটো থেকেই বাবা আমাকে খুবই ভালো বাসেন তাই আমিও বাবা কে সারাজীবন এই ভাবেই ভালোবাসতে চাই পৃথিবীর সব সুখ দিতে চাই। আমার ভাই-বোনদের ও আমার মতোই সব শিক্ষা ও দায়িত্ব দিতে চাই বোঝাতে চাই। আমার বিশ্বাস আমার সব প্রিয়-জন, গুরুজন ও পরিবার আমার পাশে থাকলে আমি আমার সব ইচ্ছা ও স্বপ্ন পূরণ করতে পারবো।

শ্রেষ্ঠ পরিবার

আমার পরিবার

আমার পরিবারের তরফ থেকে সকলকে জানাই প্রণাম। আমার পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা হল আট জন। আমার বাবা-মা, ভাই-বোন, দাদু-ঠাকুমা, ও বড়োপিসিমণি আছে। আমি ও আমার পরিবার এক মধ্যবিত্ত পরিবার। আমাদের বাড়িটি ইটের তৈরি টিনের চাল দেওয়া ঘর চারিদিকে ঘেরা দেওয়া ও টিনের ও বাড়ির বাইরে অনেক গাছ লাগানো হয়েছে। যেমন - ফুল গাছ, কাঁঠাল গাছ, আম গাছ, পেঁয়ারা গাছ, ও মেহগনি গাছ আছে। আমাদের বাড়িতে একটি ছোটো [illegible] দোকান আছে ও বাড়িতেই আমাদের কর্ম আছে তাই আমাদের অনেক সুবিধে হয়েছে। আমাদের বাড়িতে অনেক গৃহপালিত পশু আছে, যেমন — গরু, গাই, ছাগল, হাঁস-মুরগি, কুকুর ও কবুতর ও বিড়াল ও আছে। আমরা চাষি পরিবার, খুব বেশি না হলেও চাষ জমি প্রায় ১২ বিঘা মতো আছে। আমাদের প্রধান উপার্জনের উৎসই হল চাষ করা।

MY GOD
MY WORLD
MY EVERYTHING

MY FATHER AND MOTHER

"বুনি, মা, বাবা আর আমি"

পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দু-একটি কথা

বাবা :— আমার বাবার নাম প্রেমলাল মারডি, উনার বয়স 41 বছর, বাবা মাধ্যমিক অবধি পড়াশোনা করেছেন তবে উনি ইংলিশ পড়েছেন বাংলা ঠিক-ঠাক লিখতে পারেননি কিন্তু বাবার হাতের লেখা খুবই সুন্দর। আমার বাবা নিজের খেয়াল কম রাখেন। পরিবারের কথাই সব সময় ভাবেন। পরিবারের সব দায়িত্বই বাবার কাঁধে তাই সবার ভালোটা ইচ্ছা পূরণ করাই বাবার প্রধান কর্তব্য। বাবা বড়োদের কে খুবই সম্মান করেন ও আমাকে সবার বেশি ভালোবাসেন।

মা :— আমার মায়ের নাম নিমন্তী মারডি, উনি খুবই রাগী মানুষ অকারণেই রাগ করেন। উনার বয়স 34 বছর আর এই বয়স থেকেই মায়ের সব রোগ, শরীরটা একটুতেই দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু বাড়ির প্রায় সব কাজ উনিই করেন। সবার পছন্দের রান্না করেন, খুবই ভালো রান্না করতে পারেন মা। মায়ের খুব ছোটোতে বিয়ে হওয়ায় পড়াশোনা বেশি করেননি মা। আমার মা সবার থেকে ভালো আমাদের সবাই কে খুবই ভালোবাসেন।

Teacher's Signature ....

My cute Bhai

সবার চোখের তারা আমার
ভাই

আমার দিদি

আমার দিদির নাম প্রিয়া মারডি। নবম শ্রেণিতে পড়ে। ওর বয়স 15 বছর। ওর প্রিয় রং গোলাপি, ও খুব খেতে ভালোবাসে। সাজতে ভালো বাসে, ভিডিও বানাতে ভালোবাসে খুব। সবার সাথে খেলতে ও গল্প করতে প্রিয় কাজ দিদির। আর এই কারণেই সবার প্রিয় দিদি। দিদি খুব ভালো নাচতে পারে। আমার দিদিও Shreeja India-এর সদস্য ও পড়তে যায়, football ও খেলতে যায় দিদি। আমার থেকে বেশ ভালোই খেলতে পারে। কিন্তু ও পড়াশোনাতে একটু দুর্বল না হলে সব কাজেই পারদর্শী। দিদি দুবরাজপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ে সেখানে ও হোস্টেলে থাকে।

আমার ভাই

আমার ভাইয়ের নাম সায়ক মারডি। ওর বয়স ১১ বছর ও ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে লাউদোহা হাই স্কুলে। ভাই বাড়ির সবার ছোটো তাই সবাই খুব ভালোবাসি ওকে আবার ওর বেশি হয়, সবার সাথেই ঝগড়া অল্প সময়ের মধ্যে মিশে যায় সবাইকে বন্ধু করে ফেলে কার্টুনের মধ্যেই ডোরেমন কিংবা বলো যে কার্টুনেই। পড়াশোনাতে একটু নরম কিন্তু বদমাসি সবার থেকে বেশি করে তাই বাবার বকুনি মার খায় মাঝে মধ্যে কিন্তু যতই মার খাক সে বদমাসি করতে ছাড়বে না প্রায়ই বদমাসি করে গোটা বাড়ি হইচই করে বেড়ায় ভাই বাড়ির সবার চোখের তারা ভাই। আমার ভাই ও Shreeja India-এর সদস্য।

Omax®

"পিসিমণি, রুনি আর আমি"

আমার পরিবারের
কর্তা
আমার দাদু

সবার প্রিয়
আমার ঠাকুমা

DATE 15.08.22

EXPT.NO.

পিসিমণি ঃ— পিসিমণির নাম টিটিমণি মারুতি, ওনার বয়স 46 বছর।

আমার পিসি সবার জন্যই বেঁচে আছে যা সব কাজ করেন সব আমাদের জন্য। আমাদের সবাই কে উনি খুব খুব খুবই ভালোবাসেন। আমার পিসি সব কাজ একদম নিখুঁত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেন। মাটির বাড়িতে রং দেওয়া ও নকশা করতে উনি খুব ভালো পারেন।

দাদু ঃ— আমার দাদুর নাম বীমা মারুতি। ওনার বয়স প্রায় 75 বছর। উনি আদিম যুগের মানুষ তাই এখনকার কালের যন্ত্রপাতি বা কাজকর্ম ঠিক পছন্দ করেন না। সব কাজই সেই পুরোনো দিনের মতো করতে চান। আমার দাদু সব সময়েই জ্ঞান দান করেন। কাজ না করলে বা ভুল কাজ করলে ভীষণ বকাবোকি করেন সবাই কে। কিন্তু উনি আমাদের সবার ভালো চান, নিজের সম্মানের কথা মাথায় রেখে কাজ করেন সব সময়।

ঠাকুমা ঃ— আমার ঠাকুমার নাম রূপোমণি মারুতি ওনার বয়স প্রায় 71 বছর। ওনার খুবই ছোটোতে বিয়ে হয়েছে তাই উনি বাড়ির সব কাজই খুব খুব খুবই ভালো পারেন। কিন্তু ওনার শরীর এখন খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। তবুও সব সময় কিছু না কিছু কাজ করবেনই চুপ করে বসে থাকার মানুষ নয় আমার ঠাকুমা। আমাদের সবাই কে নিজের মেয়েও বেশি ভালোবাসেন। আমাদের কে সব সময়ই পুরোনো দিনের গল্প বলে শোনান উনি।

আমাদের বাড়িতে অনুষ্ঠিত কিছু পূজা

আমার পরিবারের কিছু মুহূর্ত

আমার পরিবারের সবার মন ও কাজ, কখন এক নয় তবুও আমরা সবাই খুব আনন্দের সাথে দিন কাটাই। কাজের সময় কাজ করি আবার আনন্দের সময় আনন্দ করি। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে কিছু সমস্যা বা অসুবিধা হয়ে থাকে কিন্তু সময়ের সাথে ভগবানের আশীর্বাদে সব ঠিক হয়ে যায়। আমাদের বাড়ির সবার দিনটি শুরু হয় হইচই-এর মধ্যে দিয়ে। আমার পরিবারের সকল সদস্য নিজের নিজের কাজ খুবই সুন্দর ভাবে করে। কিন্তু আমাদের মধ্যে সব থেকে বেশি কাজ করেন আমার মা কারণ আমার মা পুরো সংসারের কাজ করেন। মা দুঃখ পেলে আমরা সবাই দুঃখ পাই আর মা আনন্দে থাকলে আমরা সবাই খুব ভালো এবং আনন্দে থাকি। কথায় আছে না, "মা" ছাড়া এই পৃথিবীর মূল্য, ঠিক তেমনি একটি সংসারে মা ছাড়া সংসারের কোনো মূল্য থাকে না। আমাদের বাড়িতে প্রায়ই দিন আত্মীয় স্বজন আসেন তাই সারা বাড়ি খুশির আনন্দে রামধনুর সাত রঙে রঙিন হয়ে ওঠে। আমাদের বাড়িতে প্রায় সবদিন প্রতি মাসে কিছু না কিছু উৎসব-পুজো হয়ে থাকে, এখন বর্ষা কাল তাই আমরা চাষি পরিবার সবাই মিলে খুব আনন্দের সাথে চাষ করি। আমাদের পরিবার প্রায় সবদিনই খুব ভালো-ভাবে চলে সবাই খুব ভালো থাকার চেষ্টা করি......।

"OUR VILLAGE"

আমাদের গ্রামের নাম কেন্দোডিহি। বীরভূম জেলার অন্তর্গত রাজনগর ব্লকের ভবানীপুর অঞ্চলের একটি ছোটো গ্রাম। থানা - রাজনগর, পোস্ট অফিস - লাউবেড়, সদর শহর — সিউড়ী।

আমাদের গ্রামটি চারিদিক সবুজে ঘেরা। নানান গাছগাছালি, পশু - পাখি, কীট - পতঙ্গ, ফুল - ফল, নদী - নালা, মাঠ - ঘাট, পুকুর - ডোবা, বন - জঙ্গল দিয়ে ঘেরা।

আমাদের গ্রামে প্রায় সবই মধ্যবিত্ত পরিবার। সবার প্রধান কাজ চাষবাস। অবশ্য সবার জমি বেশি না তবে সবাই খুব আনন্দের সাথে সারা বছরের খাবারের জন্য চাষ করে। আমাদের গ্রামের মানুষরা সবাই ধান চাষ করে কারণ এটাই সারাবছরের রোজকার দিনের খরচ। ধান বিক্রি করেই চাল, সাংসারিক খরচ, জামা-কাপড়, ওষুধ-পত্র, পড়াশোনার খরচ, উৎসব-অনুষ্ঠানের খরচ সবই এটা থেকেই চলে। কিন্তু সমস্যার বিষয়ও আছে কারণ সবার জমি না থাকায় অনেকেই দিনমজুরি কাজ করে দিন-যাপন করে। আমাদের এদিকটাতে বছরে একবারই বর্ষার সময় বর্ষার জলকে কেন্দ্র করে কৃষিকাজ হয় তাই অনেকে শীতের সময় রবি ফসল চাষ করে সেই সব শাক-সবজি বিক্রি করে সংসার চালায়। আমাদের গ্রামের মানুষের জীবনটা অন্য রকম — সবার আনন্দে খুশি হয় আর বিপদে তেমনি

গ্রামের চিত্র ও জীবনযাত্রা

সবার দমে দূষিত হয়। শহরের মতো তেমন কোনো দূষণ নেই। এখানকার সবই প্রায় স্বচ্ছ। আমরা সব খাবারই টাটকা খাই — যেমন, শাকসবজি, মাছ-মাংস, শামুক-গুগলি-ঝিনুক এবং নানান ধরনের পশু-পাখির মাংস। শহুরে বাজারের খাবার-দাবার একদম কমই খাই। আমাদের গ্রামের রাস্তা ঘাট, ঘরবাড়ি সবই কাঁচা তেমন কোনো বড়োরাস্তা বা ঘর-বাড়ি নেই। আছে শুধু খাবার জলের টিউবওয়েল মানে কল, অঙ্গনওয়াড়ি আর আমাদের বিদ্যালয়, ও আছে একটা ছোটো খেলার মাঠ। আমাদের জামা-কাপড়ও খুবই সাধারণ। আমাদের গ্রামে প্রায় সবার বাড়িতেই পশু-পাখি পালিত হয় যেমন— গরু, মোষ, ভেড়া, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, হাঁস-মুরগি, কবুতর এবং বিভিন্ন ধরনের পাখি যেমন- ময়না, টিয়া, ঘুঘু, পেঁচা, ময়না প্রভৃতি। ধান চাষের ক্ষেত্রে গরুর লাঙল ও গাড়ি ব্যবহার করা হয়। আমাদের গ্রামটি ছোটো হলেও খুবই সুন্দর। এখন অবশ্য দৈনিক জীবনে গ্রামের পরিবেশ অনেকটা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে উন্নতির দিকে এগোচ্ছে, গ্রামের প্রায় সব ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে এবং সবার জীবন সুন্দর হয়ে উঠেছে।

Omax®

ফল, মূল, শাকসবজি ও ধান ক্ষেত এবং কাজের উন্নতি

OUR SCHOOL AND OUR COLLAGE

আমাদের গ্রামে একটি সুন্দর সরকারি প্রাইমারি বিদ্যালয় আছে। এটির নাম "কেলেডিহি মণ্ডলডিহি প্রাথমিক বিদ্যালয়।" এখানে প্রায় ৬০-৭০ টি ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করে এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা তিন জন একটি প্রধান শিক্ষিকা ও একটি শ্রেণি শিক্ষিকা ও এক শ্রেণি শিক্ষক। পড়াশোনা টা বেশ ভালো করেই হয় এবং খাবারের জন্য মিড-ডে-মিল দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। শহর অঞ্চলের মতো বড়ো বা উন্নত না হলেও বাচ্চা-দের খুবই যত্ন সহকারে পড়ানো হয়।

আমার পড়াশোনাটা আমি আমাদের গ্রামের বিদ্যালয় থেকে করিনি। আমি আমার মামার বাড়ি থেকে আমার পড়াশোনা শুরু করেছি ANANDA MARGO PRIMARY SCHOOL-এ Class-K.G.I থেকে S.T.D-IV পর্যন্ত। এবং পরে SUBRAJ PUR GIRL'S HIGH SCHOOL থেকে মাধ্যমিক দিয়েছি এবং পরে LAUJORE HIGH SCHOOL থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছি। এখন আমি বর্তমানে একজন 1st year-এর Collage student.

আমাদের কলেজ

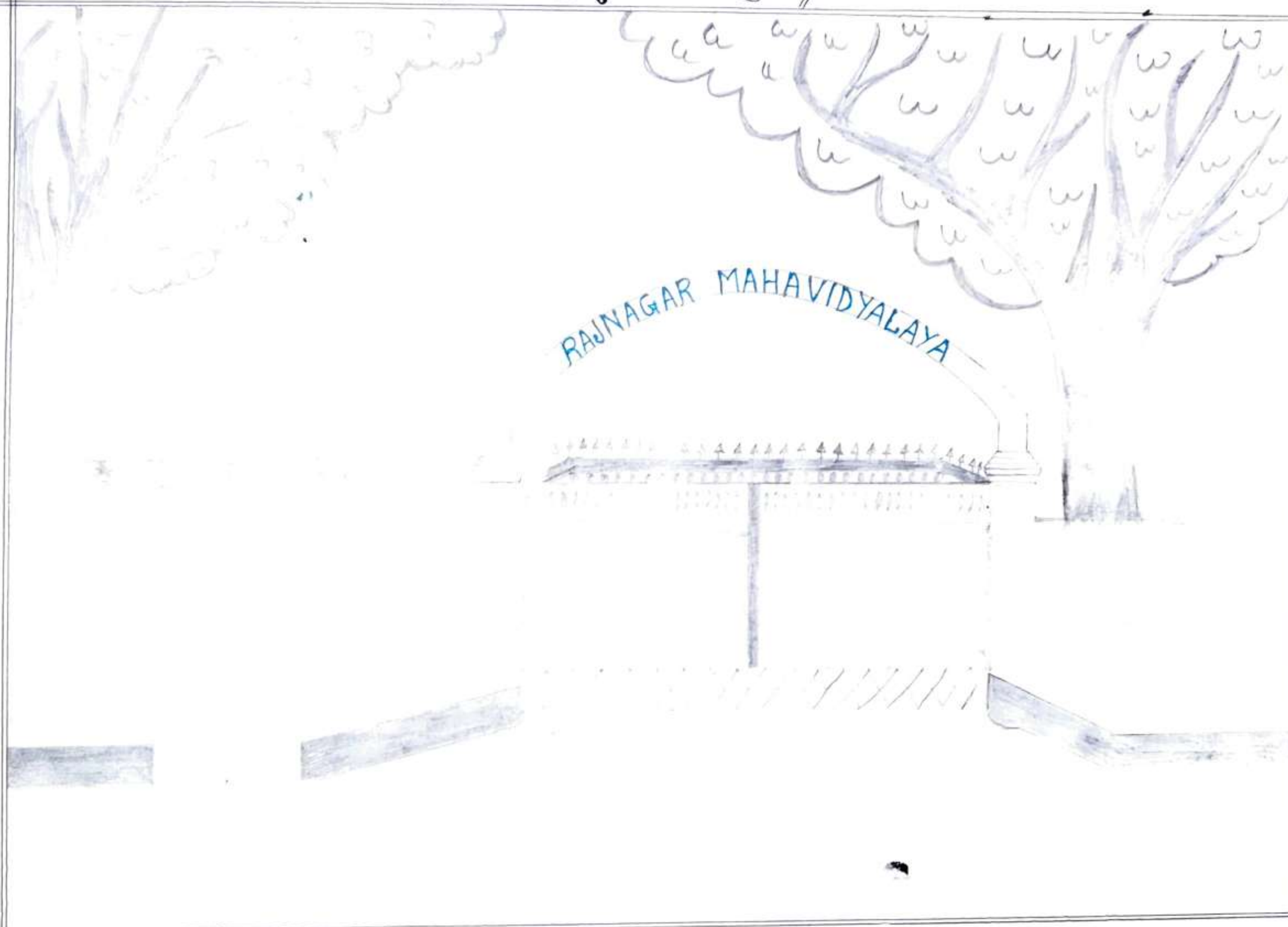

আমাদের কলেজটা শহরের বাইরে অবস্থিত। চারিদিক সবুজে ঘেরা এক আদর্শ পরিবেশ। আমি কলেজে নতুন তাই আমি ঠিক জানি না সেখানে কত Teachers বা কত Student's আছে। তবে কলেজের পরিবেশটি খুবই শান্ত ও সুন্দর। আর পড়াশোনাটি অনেক অনেক ভালোভাবেই হয়। আমি আমার কলেজটা কে খুবই ভালোবাসি এবং আমার খুবই পছন্দ ও প্রিয়। Collage life টা কেমন সেটা আমার জানা নেই তবে এটা জানি কলেজ জীবনটা স্কুল জীবন থেকে অনেকটা আলাদা। ছাত্র জীবনে সবার প্রিয় সময় হল স্কুলের কাটানো সময়। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর প্রিয় "স্কুল জীবন"। স্কুলে বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে কাটানো সময় ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় সবার প্রিয় সময়। স্কুলে সব বন্ধু-বান্ধবীরা একই বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে কিন্তু কলেজে সবার বিষয় আলাদা হয়। স্কুলের বন্ধু-বান্ধবী অনেক হয় কিন্তু তার থেকে দ্বিগুণ বন্ধু-বান্ধবী হয় কলেজে আবার অনেক বন্ধু-বান্ধবী হারিয়ে যায়, কিছু কিছু সম্পর্ক যে সবাই ভুলে যায় সবাই পাল্টে যায়। সবাই নিজের নিজের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার দিকে এগিয়ে যায়।

Omax®

স্কুল জীবনে ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন,
প্রতিটি দিন-মুহূর্ত এই রামধনুর
রঙে মেতে ওঠে ।।

This is Rainbow

DATE 25.8.22

EXPT.NO.

MY DEAR FRIEND

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রিয় কথাটি থাকেই। প্রিয় মানুষ, প্রিয় বন্ধু - বান্ধবী, প্রিয় জিনিস, প্রিয় খাবার, প্রিয় রং, প্রিয় ফুল, পশু, পাখী এইসব আর অনেক কিছু হতে পারে প্রিয়।

আমার প্রিয় মানুষ আমার বাবা-মা আমার পরিবার।
আমার প্রিয় বন্ধু নেই, বান্ধবী আছে নাম সুজিতা।
আমার প্রিয় জিনিস প্রায় সব জিনিস ই।
আমার প্রিয় খাবার বাড়ির তৈরি খাবার।
আমার প্রিয় রং হলুদ।
আমার প্রিয় ফুল সব সাদা রঙের ফুল যে কোনো।
আমার প্রিয় পশু খরগোশ।
আমার প্রিয় পাখী ময়ূর।

আমার প্রিয় বান্ধবীর নাম Sujita Soren. গ্রাম - ডাহিনা। আমরা একই শ্রেণি-তে পড়ি। ওর সাথে আমার দেখা হয়েছিল দুবরাজপুর হোস্টেলে আমরা একই সাথে পড়েছি V ক্লাস থেকে। আমাদের স্বভাব, পছন্দ, কাজ সবই Same. পড়াশোনার দিকেও হয়ত এবং দুজনই প্রায় সমান-সমান। আমরা সব জিনিস শেয়ার করি, যেমন — জামা-কাপড়, বই-খাতা, খাবার এমন কি আনন্দ, খুশি, রাগ-অভিমান, দুঃখ-কষ্ট, হাসি-কান্না, ব্যাথা-বেদনা সবটাই একে-অপরের হয়ে যায়। প্রতিটি দিনের কাজ, কথা, মনের অবস্থা সবই বলাবলি করি। জীবনে ঘটে যাওয়া ভালো-খারাপের কথা সবটাই দুজন মিলে বলাবলি করি। আমাদের স্বপ্নটাও

Teacher's Signature ....

ME And MY BEST DEAR FRIEND → SUJITA

DATE 25.8.22

EXPT.NO.

একই বয়সের। আমরা একই সাথে থাকলে জীবনের প্রতি-মুহূর্তের কথা ভুলে গিয়ে শুধু হাসি, মজা, ইয়ারকি আর আনন্দের মধ্যে দিয়ে কেটে যায় কখন যে সময় চলে যায় বুঝতেও পারি না। আমাদের মাঝে মধ্যে রাগ-অভিমান ও হয়ে থাকে তবে কথা বললেই সব ঠিক হয়ে যায়। আমার কাছে আমার বন্ধুত্ব খুবই প্রিয়। যারা আমার সব সমস্যায় সমাধান করে দেয় প্রায়ই, এমন বান্ধবী পেয়ে আমি ধন্য আমার মনে হয় পৃথিবীতে আমার স্মৃতির মতো কেউ নেই। অনেক অনেক প্রণাম জানাই thank জানাই GOD কে, আমাকে এত মূল্যবান উপহার দেওয়ার জন্য। আমাদের বন্ধুত্ব যেন এই ভাবেই চিরকাল রয়ে যায় রামধনু রঙের মতো রঙিন হয়ে উঠুক।

এই সবের মধ্যেও আমার All time friend আমার Di. মানে আমার প্রিয় ললিতা দি, আর আমার Cute কিউট বান্ধবী হল আমার বোন। আর এদের ছেড়েও আমার আর এক বন্ধু হল আমার প্রিয় Dairy. যখন কাউকে কিছু বলার থাকলে বলতে পারি না বা বলা যায় না তখন আমি আমার Dairy -এর সাথে Share করি সব কথা। আরও সব বন্ধু-বান্ধবী আছে যেমন আমার Hostel friend আছে — Bandana, Bahamani, Ishita. এছাড়া এখনও আমার অনেক সব বান্ধবী যেমন কি — Taramoni, Oli, Projapati, Anjali, Sangita, Sushila, Urmila, Shibani. আর প্রতিমা দি, মৃণালী দি, রূপালি দি, মাধুরী দি সবাই আমার বন্ধু-বান্ধবী।

Teacher's Signature ....

My Everytime good friend

My Besti all of

Sujata

Ishita

Neha

Bahamoni

Bandana

DATE 29.8.22

EXPT NO

"OUR FESTIVAL"

⟨আমাদের উৎসব⟩

আমাদের উৎসব বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন রকম হয়। বাংলায় একটি প্রচলিত একটা প্রবাদ আছে- "**বারো মাসে তেরো পার্বন।**" ঠিক তেমনি আমাদের আদিবাসী সম্প্রদায়ের 'সাঁওতাল', আমাদের ও প্রতিমাসে উৎসব হয়। 'উৎসব'- কথাটি সবারই শোনা। উৎসব হল মানুষে-মানুষের ভাব-ভালোবাসা, খুশি-আনন্দ, সুখ-শান্তির সমাগম। সব বাড়িতে একটা আনন্দের ছোঁয়া হয়ে যায়। সব সময় আরও বেশি পবিত্র ও সুন্দর হয়েপড়ে। তাই প্রত্যেক মানুষের প্রিয় উৎসব। ঠিক তেমনি আমার ও আমাদের সবেতেই প্রিয়।

আমাদের "সাঁওতাল" দের সবচেয়ে বড়ো পরব হল 'সহরায় পরব'। প্রায় প্রতিটি মাসেই উৎসব বা পরব হয়। এই উৎসব গুলির কিছুটা আলোচনা করি —

*পাতা পরব :— এই পরব মূলত চৈত্র মাসের শেষ থেকে বৈশাখ মাস হয়। পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসব হয় এবং প্রতিটি পরিবারে পূজা হয়। শিব ঠাকুরের পূজা হয়। এই পূজো অনেক পালন করে করতে হয়। প্রত্যেক বাড়ির গুরুজন, স্বামী-স্ত্রী

Teacher's Signature

পাতা টাণ্ডিরে এনেচ-সেরিঞ
কড়ি কোওয়াঃ চাউড়াল রাকাব কেনাং চিত্তীর

পাতা বোঙা পরব-রে-পাতা খুটি হাংরে 'ভক্তাবোঙাকো'
অকারেন অর-স্রী-খাঁচুর আর উন অন্তরে
...কো-কোরেন মিসেরা-মাই- ছিউতাকো, সে গগ-তাকো
...জোটাং দিপিল কাতেন সেওয়া- ডং
(প্রার্থনা) কেনাং চিত্তীর।

পাতা পরব ও নৃত্য

প্রকৃতির দেওয়া ফল খেতে পারে না, নতুন অন্ন খায় না, অন্য বাড়ির, বা বাইরের খাবার খেতে পায় না। এই ভাবে পূর্ণ হয় সাত পুজোর অনুষ্ঠান। এই পুজোয় নতুন ফল খাওয়া পুজোর প্রধান কর্ম।

* এরোয়া :— 'এরোয়া' হল একটি বিশেষ ভাত খাওয়ার অনুষ্ঠানের উৎসব। জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টির আগমন হলে চাষের জন্য ধানের বীজ ফেলা হয়, চারা তাড় হওয়ার জন্য। আর সেই দিনেই বাড়ির মা-বউরা নতুন মাটির হাঁড়িতে ধান কে ভাজা বা খাওয়ানতি ভাজিয়ে পেষিয়ে যে চাল হয় সেটির ভাত রান্না করে নিম পাতা দিয়ে, নিম পাতা গুলোকে ভেজে খাওয়া হয়। খেতে বেশ ভালো লাগে সবার। এই আমার বাড়ির পুরুষরা পুজো করেন মাঠ থেকে ফিরে ধানের বীজ ফেলা শেষ করে, স্নান করে নতুন ধুতি পরে বাড়ির উঠানে পরিষ্কার করে মাদুলি দিয়ে, ঈশ্বরের নামে পূর্বপুরুষের নামে পূজা দেওয়া হয়। তার পর অবশিষ্ট খাবার বাড়ির সকল সদস্য জনকে ভাগ করে খাওয়া হয়।

* অম্বুবাচী :— এই পরব আষাঢ় মাসের ৭ তারিখে হয়। এই দিনে বাড়ির কর্তা পাহাড় পুজো দেন বাড়ির পূর্বপুরুষের নামে। আর বাড়িতে বিভিন্ন রকমের রান্না হয়, তরকারি হয়, পিঠে হয়। বাড়িতে সব আত্মীয়স্বজন আসেন। বাড়িতে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়।

* আষাঢ় বাড়ি :— এই পরবটি বিশেষ কিছু না আষাঢ় মাসে চাষের কাজ শুরুর আগে, চাষ ভালো হওয়ার জন্য বাড়ির বাইরে মাঠে একটি পূজা হয়, এই পুজোতে একটি পায়রা কাটতে হয়। এই পুজোতে পুরুষরাই শুধু করে।

Omax®

সাঁওতাল
সমাজের হাঁস-হাঁসীর
গল্প ও চিত্র
এবং
কিছু বাদ্যযন্ত্র

"হুল" কোন উৎসব নয় - যস কিস্কু

"হুল" কোনো উৎসব নয়
না কোনো আনন্দের অনুষ্ঠান,
"হুল" কোনো মেলার হুল্লোড় নয়
না কোনো উচ্ছ্বাসের নাচ-গান।

"হুল" মানে সেই ১৮৫৫
"হুল" মানে সেই ৩০ শে জুন,
"হুল" মানে সেই ভগনাডিহি
"হুল" মানে বিদ্রোহের আগুন।

"হুল" মানে সিধু কানহুর
কাঁপি টেপক আঃ-সার
চাঁদ ভাইরো শ্যাম পারগানা আর ভেজা মাঝির হুংকার।

"হুল" মানে শুধু লড়াই
ভূমির অধিকার রক্ষার,
"হুল" মানে শুধু লড়াই জলের অধিকার রক্ষার।

"হুল" মানে শুধু লড়াই অরণ্যের অধিকার রক্ষার "হুল" মানে শুধু লড়াই স্বাধীন ভাবে বেঁচে থাকবার।

"হুল" মানে বুকের আগুন ন্যায় বিচার না পাওয়ার,
"হুল" মানে প্রতিবাদের আগুন পাইক পেয়াদা জমিদার প্রথার।

"হুল" মানে লড়াই গভীর প্রবঞ্চনার
"হুল" মানে লড়াই চরম লাঞ্ছনার।
"হুল" মানে লড়াই তীব্র যন্ত্রণার
"হুল" মানে লড়াই তপ্ত আক্রোশের।

"হুল" মানে উলঙ্গ শিশুর ক্রন্দন ক্ষুধার
"হুল" মানে বদ্ধ বাবা মার অসহায়তার।
"হুল" মানে লড়াই ইজ্জত রক্ষার
"হুল" মানে ফুলো ঝানোর কান্না চিৎকার।

"হুল" মানে শক্তি যা লড়বার
"হুল" মানে আহ্বান বন্ধন একতার।
"হুল" মানে লড়াই শত্রু তাড়াবার
"হুল" মানে লড়াই শান্তি ফেরাবার।

"হুল" মানে তেজ, আনা চেতনার
"হুল" মানে ভিত ভাঙা পরাধীনতার।
"হুল" মানে জাগরণ দেশপ্রেম গড়ার
"হুল" মানে আগামীর স্বপ্ন, স্বাধীনতার।

সাঁওতাল হুল

* শ্রাবণ মাসে শেষের দিকে গোয়াল ঘরে মাটি ভরি। - এটি একটি প্রচলিত প্রথা।

* বেল বরণ :- এটি মূলত আশ্বিন মাসে হয় দুর্গা পূজাতে ষষ্ঠীর দিন থেকে শুরু হয় এবং দশমী দিন পর্যন্ত হয়। এই দিনে প্রতিটি বাড়িতে তুলসী থানে পূজো হয়। বাড়ির প্রত্যেকটি পুরুষ ছোটো - বড়ো একটি অসাধারণ পোশাক পরে নারীর অলঙ্কার পরে, ময়ূরের পালক ধরে, মাদল, করতাল, বাঁশি আর অনেক ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গানের তালে প্রতিটি বাড়িতে, গ্রামের রাস্তায় একটি নাচ করে যেটির নাম 'দাসাই', এমনকি বাবা-ভাইয়েরা মায়েদের আশির্বাদ নিয়ে পাশাপাশি গ্রামে চলে যায় এই নাচ করতে চলে চলে প্রতিটি গ্রাম থেকেই আসে এই নাচ করতে সেখানে সব ছেলেরাই প্রতিটি বাড়িতে এক কুলো করে চাল বা ধান দেয়। আর সব দিনের শেষে এই চাল বা ধান বিক্রি করে 'মাংস কিনে সব পুরুষের মধ্যে ভাগ করে আনন্দ করে খায়, বাচ্চা থেকে শুরু করে বড়ো দাদুরাও খুবই আনন্দ করে।

* কার্তিক মাসে কিছু হয় না, মাঠের কাজ করতেই সবাই ব্যস্ত থাকে, আর খামার পরিষ্কার করে।

* জান্থার পরব :- এটি অগ্রহায়ণ মাসে ধান পেকে গেলে করা হয়। সবার জমি থেকে ধান একটু করে কেটে আনা হয় গ্রামের কর্তাদ্বারা। ধান চাল করে খিচুড়ি করে "মারাং বুরু, জাহের আয়ু" থানে পূজা দিয়ে সবাই কে খিচুড়ি খাওয়ানো হয়। এটি মূলত ধান চাষ কে লক্ষ্য করে করা হয়।

আবোরেন হুদুড় দুর্গা রাজা (মহিষাসুর) দ ছলনাময়ী দেবী-দুর্গা নেরা-এ গড়-লেদে অকতে রেনাং চিত্তীর।

দেবী দুর্গার মহিষাসুর বধ

খেরওয়াল হপন কোওয়াক দাঁশায় এনেচ-সেরিঞ রেনাং চিত্তীর।

দাসাই এনেচ

সহরায় পরব :- এই পরব

আমাদের সবচেয়ে বড়ো পরব। এই পরবে বাড়ি-ঘর পরিষ্কার করা হয়, বাড়ির দেওয়ালে নানান ছবি, নকশা আঁকা হয়। একটি নতুন রূপে সেজে ওঠে বাড়ি-ঘর, সবাই নতুন জামা-কাপড় কেনা কাটা হয়। সব বাড়িতে মুড়ি, চিঁড়ে ভাঁজা হয়, নানা রকমের মাছ, পিঠে হয়। আত্মীয়স্বজনের সমাগম হয়। এই দিনে মেয়েরা বাপের বাড়ি যায়, তারা ভাইয়েরা ও দাদারা বোনের বা দিদির বাড়ি যায়। বাড়িতে আত্মীয় এলে কাঁসার ঘটিতে জল দিয়ে প্রণাম বা শ্রদ্ধা জানানো হয়। পরে কাঁসার থালায় এদের পা রেখে পা ধুয়ে দেওয়া হয় আত্মীয়দের। এই পরবটি পাঁচদিন ধরে হয়। প্রথমদিন উম মাঁহা বাড়ির লোকজন জামা-কাপড়, ঘর-বাড়ি-উঠান, থালা-বাসন, মাদুর প্রভৃতি পরিষ্কার করে। আমাদের সমাজে প্রতিটি গ্রামে পাঁচ জন কর্তা থাকেন তাদের আমরা 'মরেহর' বলে থাকি। ① মানঝি হাড়াম, ② নাইকে হাড়াম, ③ জগ মানঝি, ④ গুডিত হাড়াম, ⑤ ভদ্য। এই পরবটি নাইকে হাড়ামের নেতৃত্বে পালন করা হয়। এই দিনে নাইকে হাড়াম তাদের মাঝে সুতো দিয়ে এই পরবের শুভারম্ভ হয়। এই দিন থেকে গরু দেবতাদের সুতো দেওয়া শুরু হয় তিন দিন ধরে। একটি মাঠের মধ্যে গ্রামের সব গরুদের নিয়ে গিয়ে মাঠের মাঝে একটি ডিম ও সিঁদুর রাখা থাকে, সেই ডিম যে গরুটা ভাঙবে বা পা দেবে সেই গরুকে মহান বলে ঘোষণা করা হয় এবং গরুর কর্তা কে গুরু বলে মানা হয় এবং এক হাঁড়ি পচাই দিতে হয় গ্রামের লোকজন-দের। দ্বিতীয় দিন বঙ্গান মাঁহা সকালে উঠে ঘর-বাড়ি পরিষ্কার করে বাড়ির কর্তা একটি মুরগি বা মুরগের মার মেটে ইষ্টে পুজো দিয়ে কেটে নেওয়া হয় এবং

Teacher's Signature

তোমাদের আঁকা চিত্র বা নকশা

তোমার সোনাই . . .

তোমার মায়া বরণ . . . . .

তোমার নামের আশু . . . . .

তোমার হাতে কত তুলছি কাজ . . . . ॥

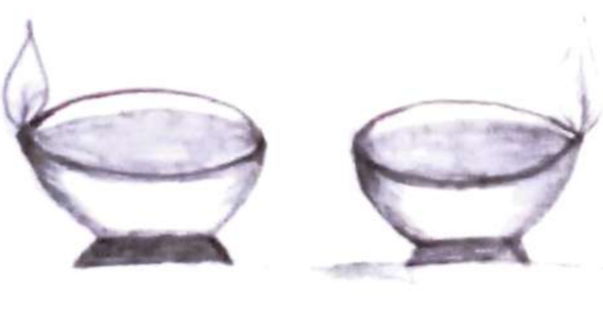

নতুন মাটির হাঁড়ির পাতেই ও পূজা দেওয়া হয় পূর্বপুরুষ, মারাং বুরু, জাহের আয়ু-দের নামে, আমাদের মঙ্গল কামনা করে এই পূজো করা হয়। পরে রান্না করে রান্না খাবারও পূজা করে খাওয়া হয় সব আত্মীয় ও বাড়ির লোকজন মিলে। সবাই নতুন-নতুন কাপড় পরে আমাদের 'পাঞ্চি পারহাট' পরি এবং রুপা ও সোনার অলঙ্কার, হাতে পায়ে আলতা, খোঁপায় নানান ফুল-পাতা গোঁজা। খুবই আনন্দের সাথে সারাদিন কাটে, সন্ধে বেলায় তুলসি থানে জল, ধূপ, ধুনা দিয়ে, প্রদীপ জ্বালিয়ে গরু দেবতাদের প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রণাম করে পায়ে ও শিং-এ তেল মাখানো হয়। এবং লাঙ্গল, আড়ার প্রভৃতি চাষের সামগ্রি পরিষ্কার করে তাদের উপর আল্পনা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। গোয়াল ঘরের সামনে গরুর পায়ের ছাপ ও রাখাল ছেলের ছবি আঁকা ও গরু রাখাল মানুষটি কে শ্রদ্ধা জানানো হয় এইভাবে এই দিনটি পালন করা হয়।"

"তৃতীয় দিন খুনটাও সাঁহা এই দিনে গাই দের পিঠে মালা পরানো হয় এবং গো মাতা বলে গাই-বলদ দের গান রূপে মাদল বাজিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এবং বাড়িতে নানা রকম পিঠে, রান্না-বান্না হয় ও খাওয়া হয়। সন্ধ্যা দিকে বাড়িতে প্রদীপ জ্বালিয়ে চারিদিক আলো করে গরুদের নতুন কুলো দিয়ে ধান, দূর্বা ঘাস, প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি দেওয়া হয় এবং তাদের নামে গান গাওয়া হয় তাদের সাহায্যের জন্য মঙ্গল অবতারের জন্য।

এই দিন থেকে শুরু হয় আমাদের নাচ-গান, হই-চই, রাত জাগার অনুষ্ঠান প্রভৃতি। "চতুর্থ দিন জালে সাঁহা। এই দিন গ্রামের সব মহিলা-পুরুষ বাড়িতে

সহরায় পরবরে খুন্টাউ মাঁহা হিলোঃ
তুমদাঃ টামাক রু-এনেচ আনতে পেড়া প্রকৃ আর
আতো রেন হড়-হপনকোদ গাই-ডাংরা-কাডাকোকো
খুন্টাউ-চারহাও কোওয়া অনা রেনাং চিত্রীর।

খুন্টাও মাঁহা

DATE 0·8·22

EXPT NO

বাড়িতে ঢুকে নাচ-গান-মাদল বাজিয়ে আনন্দ করে। এবং সবাই কে চিঁড়ে-মুড়ি-মাংস-নাড়ু প্রভৃতি দেয় এবং হাঁড়িয়াও দেওয়া হয়। এই ভাবে সারাদিন নাচ-গানের মধ্যে দিন কাটে। আর বাড়ির আত্মীয় স্বজনরাও আনন্দ করে ভাত-মাংস-মুড়ি-চিঁড়ে-মাড়-পিঠি-নাড়ু খায় এবং সঙ্গে পচোই ও খায়।

এবার পঞ্চমী দিন আঁকরাত পাঁতা। এই দিন বাড়ির মহিলারা সকাল সকাল উঠে, ঘর-বাড়ি পরিষ্কার করে। রান্নার কাজে লেগে পড়ে, কারণ এই দিনে বাড়িতে প্রায় ৭ রকমের রান্না করতে হয় এবং আত্মীয়স্বজনরাও বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় তাই। কিন্তু এই দিনে সকাল দিকটাতেই সব কাজ করতে হয় কারণ আকাশে সূর্য ডুবে গেলে রাতে বাড়ি থেকে কেউ বেরোয় না, বেরোলে অমঙ্গল বলে মনে করা হয় এবং দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

এইভাবে, এত হাসি খুশি আনন্দের মধ্যে দিয়ে পেরিয়ে যায় আমাদের সোহরায় পরব। আর শেষের দিনে সব বাড়িতে সবাই নেমন্তন্ন খেতে আসে সবাই।
এই হল আমাদের সোহরায়।

Teacher's Signature

সহরায় পরবে মহিলাদের নাচ

* মাঘ পরব :— এটি মাঘ মাসে পালন করা হয় বলে এটির নাম এমন। এই পরবটি সব গ্রামে একই দিনে হয় না, গ্রামের কর্তারা দিন ঠিক করে এবং সেই দিনে এই পূজো হয়। এই পূজো চাষের কাজ শেষ হলে মাঠ থেকে ধান বাড়িতে ঢুকলে, গ্রামের সব পুরুষ গ্রামের সব বাড়ি থেকে ধান বা চাল নিয়ে মাঠে পূজো করে, এবং সব গ্রামবাসীকে ভাত খাওয়ায়, এবং সবাই হাঁড়িয়া খায় ও আনন্দ করে।

* বাহা পরব :— এটি ফাল্গুন মাসে হয়। এটার ও কোনো দিন ঠিক থাকে না গ্রামের কর্তারা দিন ঠিক করে এবং সেই দিনে এই বাহা হয়। এই দিনে নাইকে হারাম, ওকমান্ঝি, গুডিত হারাম মারাং বুরু-জাহের আয়ু থানে পূজো করেন। এটি মূলত শাল ফুল দিয়ে হয়। নাইকে হারাম একটা কুলোতে শাল ফুল ধরে থাকেন আর ওকমান্ঝি কাঁধে একটা হাঁড়িতে জল ধরে থাকেন এবং গুডিত হারাম মাদল বাজান এবং সব বাড়িতে যান। আর বাড়ির একজন মহিলা শাড়ি পরে এই তিনজনের পা ধুয়ে শাল ফুল নেয় এবং নিজে ও বাড়িতে এই ফুল গুঁজে রাখেন এবং সব মহিলারা এই ফুল খোঁপায় গুঁজে। আর ওকমান্ঝি মহিলাটির কাঁধে একটু জল

Teacher's Signature ....

বাহা পরব উম্ হিলো ঃ-

আতোরেন নায়েক বাবা দ নাওয়া হাটাঃরে সুনুম সিন্দুর, সারজম বাহা হের্মেত্ কাতেন্ আর বোঙা-এ লাগিৎ সিম-সৌড়ি নিয়াতে এনেচ্-কো সাওতে জাহের থান্ চালাঃ অকতে রেনাং চিত্তীর।

বাহা পরব

ছেলে মেয়ে এবং তাদের প্রণাম করে আশির্বাদ নেয়। এবং তাদের হাতেই দেয় খাবারের জন্য। এটা হয়ে যাওয়ার পর গ্রামের সবাই জল ঢালা-ঢালি করে সারা গায়ে জুড়ে দৌড়া-দুড়ি করে সারা শরীর ভিজিয়ে নেয়। এই হল আমাদের বাহা পরব।

এই ফাল্গুন মাসে সারা গ্রাম জুড়ে একটি সুন্দর সুরে ভেসে যায় সবার মন রঙিন হয়ে যায়। গাছে গাছে নানান ফুল-পাতা-পাখির সমাগম হয়। শাল ফুলে গন্ধে ভরে ওঠে বন, আকাশ জুড়ে যায়, কেমন যেন একটা নতুন প্রকৃতির জন্ম হয়। জল ঢালার পর শেষ করে সবাই নাচ-গান করে। এই ভাবে এই বাহা পরব পালন হয়।

এই ফাল্গুন মাস থেকেই আমাদের সমাজে বিয়ের শুরু হয়। ফাল্গুন মাসে বিয়ে হওয়া সব থেকে ভালো এবং মনোরম। পরিবেশের সাথে সব কিছু মানিয়ে যায়।

এই হল আমাদের পরব বা উৎসবের নিমন্ত্রণ। আশা করি আপনাদের সবার ভালো লেগেছে। নমস্কার......।

Omax®

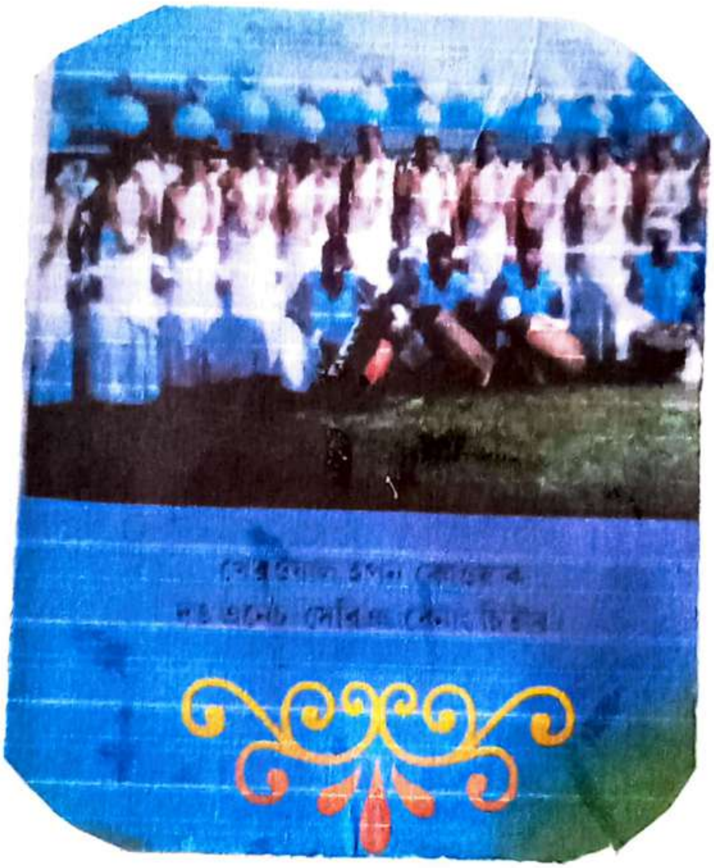

নাচের চিত্র